Sem 4

Page: 1
Date: / /

pioneerpaperco.com

দারিদ্র্য সীমা/ দারিদ্র্য রেখা/ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

যে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে না তাকে দরিদ্র বলে।

দারিদ্র্যসূচক হলো যে মাথাপিছু আয় ন্যূনতম মাথাপিছু ভোগব্যয়ের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয় তাকে দারিদ্র্য রেখা বলে।

ভারতে পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা গঠিত টাস্কফোর্স গ্রামাঞ্চলে ২৪০০ ও শহরাঞ্চলে ২১০০ ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যসামগ্রী একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করে। এই দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের ভিত্তিতে মাথাপিছু মাসিক ভোগব্যয়কে দারিদ্র্যরেখা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.৬. ভারতে দারিদ্র্যের কারণ (Causes of Poverty in India)

দারিদ্র্য মানব জাতির এক চরম সংকট। ভারতের অন্যতম প্রধান বিপজ্জনক সমস্যা হল দারিদ্র্যের সমস্যা। তাই ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ।

কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরেও ভারতে দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ভয়াবহ। এখনও ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের একাধিক কারণ আছে। দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি আলোচনা করা হল :

(১) **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty)** : ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার আবার প্রধান কারণ হল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। ভারতের স্বল্প জাতীয় আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প মূলধন গঠন, স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য চক্রাকারে আবর্তন করছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখছে।

(২) **পরিকল্পনার ত্রুটি** : পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশের বর্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। যেমন প্রথম চারটি পরিকল্পনায় কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সামাজিক ন্যায়

Scanned with CamScanner

জনসংখ্যা কিন্তু বেড়েছে জনসংখ্যা বাড়ার জন্য।

■ ৪.৬. ভারতে দারিদ্র্যের কারণ (Causes of Poverty in India)

দারিদ্র্য মানব জাতির এক চরম সংকট। ভারতের অন্যতম প্রধান বিপজ্জনক সমস্যা হল দারিদ্র্য সমস্যা। তাই ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ।

কিন্তু দীর্ঘ সময়ের পরেও ভারতে দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ভয়াবহ। এখনও ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশের বেশি দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ভারতের এই ভয়াবহ দারিদ্র্যের একাধিক কারণ আছে। দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(১) **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty) ঃ** ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার আবার প্রধান কারণ হল দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। ভারতের স্বল্প জাতীয় আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প মূলধন গঠন, স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্য চক্রাকারে আবর্তন করছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখছে।

(২) **পরিকল্পনার ত্রুটি ঃ** পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশের বর্তমান দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে কোনো কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। যেমন প্রথম চারটি পরিকল্পনায় কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সামাজিক ন্যায়

Scanned with CamScanner

বিচার (দারিদ্র্য দূরীকরণ, ধনী দরিদ্রের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি) উপেক্ষা করে, ফলে দারিদ্র্যের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

(৩) **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন। দেশে যেটুকু উৎপাদন বা আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো উদ্বৃত্ত থাকছে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের প্রসার না ঘটার জন্য দারিদ্র্যের সমস্যা প্রকট হচ্ছে।

(৪) **বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব :** ভারতে দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ হল বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথমদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। কারণ আশা করা হয়েছিল উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ফলে একদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্য এবং অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্যের সমস্যাকে ভয়াবহ করে তুলেছে।

(৫) **ক্রমবর্ধমান দামস্তর বা মুদ্রাস্ফীতি :** দেশে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়েছে এবং তারা জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে না পেরে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের দারিদ্র্যের সমস্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৬) **কৃষি উন্নয়নে ঘাটতি :** আজও ভারতের বেশির ভাগ জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরিকল্পনাকালে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষির উন্নয়ন ঘটলেও কৃষির সামগ্রিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয়নি। ফলে কৃষির সঙ্গে জড়িত ভারতের বিশাল জনসংখ্যার অদৃষ্টেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। ভারতের দারিদ্র্যের এটিও একটি মূল কারণ।

(৭) **আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন :** আয়ের অসম বণ্টনের কারণে দারিদ্র্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদের অসম বণ্টন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে আয়ের অসম বণ্টন। গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষীরা এবং শহরাঞ্চলে শিল্পপতি ও মূলধনের মালিকরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করেছে, দরিদ্র জনসাধারণের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছায়নি, ফলে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি।

(৮) **দারিদ্র্য বিরোধী কর্মসূচীর অপর্যাপ্ততা :** ভারতে দারিদ্র্য বিরোধী কর্মসূচীগুলি ত্রুটিপূর্ণ। ভারতে দারিদ্র্য বিরোধী কর্মসূচী অধিকাংশই হয় দেরিতে গ্রহণ করা হয়েছে, অথবা এগুলি যথাযথ রূপায়িত হয়নি। ফলে যাদের জন্য এই সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তারা বিশেষ উপকৃত হয়নি। এটিও ভারতে ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

(৯) **সামাজিক কারণ :** ভারতের বেশির ভাগ জনসাধারণ উদ্যোগবিহীন ও নিস্পৃহ। তাছাড়া দৈব ও ভাগ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা, জাতিভেদ প্রথা, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, উত্তরাধিকারী আইন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। তাই বলা যায়, ভারতের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

(১০) **রাজনৈতিক কারণ :** বর্তমানে ভারতের অধিকাংশ জাতীয় নেতা ও রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু এর বোঝা বইতে হয় দেশের সাধারণ মানুষকে। তাই বলা হয়, দরিদ্র ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের সরকারি অনিচ্ছা ভারতের দারিদ্র্যের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(১১) **সরকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি :** দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে সরকারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি দারিদ্র্যের একটি কারণ। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয় দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন কর্মসূচী রচনার সময় সমাজের ধনী ও উচ্চস্তরের ব্যক্তিরাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সমস্ত ব্যক্তি দারিদ্র্যের সমস্যা সম্পর্কে সেইভাবে অবগত নয়। তাছাড়া যে সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা সরকারি নীতি প্রয়োগ করে তারা দেশের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের সমস্যাগুলিকে কখনোই সহানুভূতির সঙ্গে বিচারবিবেচনা করে না, ফলে বেশির ভাগ সময়ই দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কর্মসূচী ব্যর্থ হয়।

(১২) **অপর্যাপ্ত সরকারি ভর্তুকি :** দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া অতি সম্প্রতি ভর্তুকি বাবদ সরকারি ব্যয় প্রতিটি বাজেটেই

Scanned with CamScan

হ্রাসের চেষ্টা চলছে। ভর্তুকি হ্রাসের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহেরও [আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (Inter-national Monetary Fund : IMF), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation : W.T.O.)] চাপ আছে ভারতের উপর। তাছাড়া ভর্তুকি বাবদ সরকার যেটুকু অর্থ ব্যয় করছে তার সুযোগসুবিধা দরিদ্র ব্যক্তিদের তুলনায় ধনীরাই বেশি পেয়ে থাকে।

(১৩) **সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা ও বেসরকারি ক্ষেত্রের জনস্বার্থবিরোধী আচরণ :** ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যের আর একটি কারণ হল সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা। ভারতের সরকারি ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে অথচ এই সমস্ত ক্ষেত্রে মুনাফা অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণই বেশি। অপরদিকে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্র। বেসরকারি শিল্পপতিরা যেখানে ঝুঁকি কম সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে, ফলে সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। তাছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রের জনস্বার্থ বিরোধী আচরণও দারিদ্র্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভারতের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসংযত লোভ, কর ফাঁকি, ব্যাপক ভেজাল, গোপন মজুতদারী, ফাটকা কারবারী দারিদ্র্যের সমস্যাকে ভয়াবহ করে তুলছে।

(১৪) **ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থা :** ভারতে কর রাজস্বের এক বিরাট অংশ সংগ্রহ হয় পরোক্ষ কর থেকে যার বোঝা মূলত বহন করে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। ফলে দরিদ্র ব্যক্তিদের দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(১৫) **সম্পদের বহির্গমন :** অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণ, বিদেশি মূলধন, বহুজাতিক সংস্থার ভারতে আগমন, সমস্তই হল ভারতীয় সম্পদ বহির্গমনের হাতিয়ার। ফলে দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত অর্থনীতিবিদ মনে করেন, বর্তমান ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য এটিও অনেকাংশে দায়ী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের দারিদ্র্যের কারণ বহুবিধ। এই কারণের মধ্যে যেমন আছে অর্থনৈতিক বিষয় তেমনি আছে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়। কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য হল দারিদ্র্য দূরীকরণ।

Scanned with CamScanner